যুগান্তর

তারিখ 8 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শাবিতে ৮ বছরে শিক্ষার্থীদের বেতন পাঁচ গুণ বেড়েছে

নাঈমুল করীম নাঈম, শাবি প্রতিনিধি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবি) দফায় দফায় বাড়ানো হচ্ছে শিক্ষার্থীদের বেতন। গত ৮ বছরে শাবিতে শিক্ষার্থীদের বেতন ৫ গুণ বাড়ানো হয়েছে। ২০০০-০১ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি যেখানে ছিল ১৩শ' থেকে ১৪শ' টাকা সেখানে গত ৮ বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার টাকা। এছাড়াও

বেতন : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ২

বেতন : শিক্ষার্থীদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অতিরিক্ত এক থেকে দেড় হাজার টাকা ক্রেডিট ফি আদায় করা হয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। বছর বছর বেতন বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়াকে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের নির্দেশে ২০ বছর মেয়াদি শিক্ষা বাণিজ্যিকীকরণের কৌশলপত্র বাস্তবায়নের ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন সচেতন ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তারা।

বর্ধিত বেতন-ফি প্রত্যাহারের দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন একাধিকবার আন্দোলন করলেও শাবি প্রশাসন এ ব্যাপারে কোন তোয়াক্কা করছে না। বরং একের পর এক বেতন বৃদ্ধি করে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক কার্যক্রমকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে বিপাকে রয়েছে শাবিতে অধ্যয়নরত প্রায় সাড়ে ৯ হাজার শিক্ষার্থী। সূত্র মতে, ১১ জানুয়ারি থেকে নতুন সেমিস্টারের (২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষ) ভর্তি কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য ২৪ ডিসেম্বর একাডেমিক কাউন্সিল ডেকে আবারও ভর্তি ফি শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ বাড়ানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এ ধরনের সিদ্ধান্তে ফুঁসে উঠেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

গতকাল বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট। সংগঠনের আহ্বায়ক আবদুল্লাহ আল মামুন ও সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে প্রদান করা স্মারকলিপিতে বলা হয়, শাবিতে একের পর এক বেতন বৃদ্ধি করে শিক্ষা বাণিজ্যিকীকরণের ষড়যন্ত্র যে কোন মূল্যে প্রতিহত করা হবে। তারা অবিলম্বে বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবি জানান। এছাড়াও জাতীয় ছাত্রদল শাবি শাখার সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম অবিলম্বে বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবি জানান।

জানা যায়, শাবিতে বর্তমানে প্রায় তিন কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি রয়েছে। আর এ ঘাটতি সামাল দিতে বাড়ানো হয়েছে শিক্ষার্থীদের বেতন। শিক্ষার্থীদের বেতন-ভাতা ছাড়া শাবিতে আয়ের অন্য কোন খাত না থাকায় এ খাতটির কথাই বিবেচনা করছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।